প্রেসিডেন্ট ওবামা'র ইফতারে করা মন্তব্য

''রমজান আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ইসলাম সর্ব সময়েই মার্কিন জীবনের অংশ ছিল'' – তিনি বলেন

হোয়াইট হাউস
তথ্য সচিবের দফতর
আগষ্ট ১৩, ২০১০

ইফতার ভোজে করা প্রেসিডেন্টের করা মন্তব্য

রাষ্ট্রীয় ভোজন কক্ষ

সন্ধ্যা ৮:৩৭ পূর্বাঞ্চলীয় সময়

প্রেসিডেন্টঃ সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। স্বাগতম! দয়া ক'রে আসন গ্রহণ করুন। ঠিক আছে,হোয়াইট হাউজে আপনাদেরকে স্বাগতম। আপনাদেরকে, আমাদের সারা দেশ জুড়ে থাকা মুসলমান আমেরিকানদেরকে, এবং সারা বিশ্বের ১০০ কোটিরও বেশি মুসলমান সম্প্রদায়কে, আমি এই পবিত্র মাসে আমার শুভ কামনা ছড়িয়ে দিতে চাই। রমজান করীম।

আমি স্বাগত জানাতে চাই কূটনৈতিক গোষ্ঠির সদস্যদেরকে; আমার প্রশাসনের সদস্যদেরকে; এবং কংগ্রেসের সদস্যদেরকে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেন –রাশ হল্ট, জন কনিয়ারস্, এবং এ্যান্ড্রে কারসন - যিনি কীথ এলিসনের সাথে কংগ্রেসের দুইজন মুসলমান আমেরিকান সদস্যের একজন। আপনাদের সকলকে স্বাগতম।

এই হোয়াইট হাউজের ইফতারের মেজবান হবার একটি ঐতিহ্য আছে যা বেশ কয়েক বছর ধরেই চলে আসছে, ঠিক যেভাবে আমরা মেজবানী ক'রে থাকি খ্রীষ্টমাসের ভোজের এবং সেডারস(ইজরাইলের বাইরে অবস্থানকারী ইহুদীদের জন্য আয়োজিত নৈশ ভোজ) এবং দেওয়ালী উৎসবগুলিতে। আর এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি মার্কিন জনগনের জীবনে বিশ্বাসের ভূমিকাটিকেই উদ্‌যাপন করে। এগুলি আমাদেরকে এই মৌলিক সত্যটি মনে করিয়ে দেয় যে আমরা সবাই মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তান, এবং আমরা সবাই আমাদের বিশ্বাস থেকেই শক্তি এবং উদ্দেশ্যের চেতনাটি সংগ্রহ ক'রে থাকি।

এই অনুষ্ঠানগুলোই হচ্ছে মার্কিনী হিসেবে আমরা কারা সেই পরিচিতিরও একটি দৃঢ় স্বীকৃতি। আমাদের জাতির প্রতিষ্ঠাতারা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে আমাদের জনগনের জীবনগত বিশ্বাসের স্থানগুলোকে সম্মান করার সবচেয়ে ভাল উপায় হোল তাদের ধর্ম চর্চার স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা। ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য ভার্জিনিয়া এ্যাক্টে, টমাস জেফারসন লিখেছিলেন- আমি তার উল্লেখ করছি-"সকল মানুষ ধর্মীয় বিষয়ে তাদের বিশ্বাসের প্রতি অনুগত থাকবে এবং তাদের মতামতগুলি যৌক্তিকভাবে সংরক্ষন করবে"। আমাদের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীটি ধর্মীয় স্বাধীনতাকে আমাদের দেশের আইন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর তখন থেকে অদ্যাবধি এই অধিকারটি বহাল আছে।

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের ইতিহাসের বিবর্তনের সাথে সাথে, আমাদের সীমান্তের পরিধির মধ্যে ধর্ম যথাযথভাবে বিকশিত হয়েছে কারণ মার্কিনীদের তাদের পছন্দমত উপাসনা করবার অধিকার ছিল,- এমনকি কোন ধর্মকেই বিশ্বাস না করার অধিকারটিসহ। আর এটা হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠাতাদের বিজ্ঞতার ইচ্ছাপত্র স্বরূপ, যাতে আমেরিকানরা গভীরভাবে ধর্মপ্রবণ হয়ে জীবন যাপন করে – এটা হচ্ছে এমন একটি জাতি, যেখানে জনগন, সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় চলমান ধর্মীয় রেষারেষির বিপরীতে, বিভিন্ন বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েও পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে একে অপরের সাথে শান্তিপূর্নভাবে বসবাস করে টিকে থাকার পুরাদস্তুর তুলনামুলক বৈপরীত্যকে তুলে ধরছে।

এখন, এর অর্থ এই নয় যে ধর্ম বিতর্কের উর্দ্ধে। সম্প্রতি, দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মসজিদ স্থাপনের উপর- বিশেষভাবে নিউ ইয়র্কে। এখন,ম্যানহাটনের প্রান্তসীমায় সেটি গড়ে তুলবার ঘটনাটিকে ঘিরে যে স্পর্শকাতরতার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের

সকলকে অবশ্যই সেটার স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সম্মান করতে হবে। ৯/১১'র আক্রমণ আমাদের দেশের জন্য একটি গভীর বেদনাদায়ক ঘটনা। এবং যারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছিলেন তাদের ভোগান্তির বেদনা ও অভিজ্ঞতা শুধুই অকল্পনীয় বিষয়। তাই আমি বুঝতে পারি এই বিষয়টির পিছনে থাকা আবেগ-অনুভুতির কারণটি। আর সেই গ্রাউন্ড জিরো, বস্তুতপক্ষেই, শুন্য-ফাঁকা স্থান।

তবে এই ব্যাপারে আমাকে পরিস্কার হ'তে দিন। একজন নাগরিক হিসাবে, এবং প্রেসিডেন্ট হিসাবে, আমি বিশ্বাস করি যে মুসলমানদেরও এই দেশে অন্য সবার মত ধর্ম চর্চা করার একই অধিকার আছে। (করতালী) এবং সেইসাথে এই অধিকারও আছে ম্যানহাটনের প্রান্তসীমা'র একটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে তাদের এবাদতের ঘর ও একটি সম্প্রদায়গত কেন্দ্র গড়ে তুলবার, স্থাণীয় আইন ও বিধি অনুযায়ী। এটা আমেরিকা। আর তাই ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার অবশ্যই হ'তে হবে অনঢ়। সকল বিশ্বাসের মানুষকে এই দেশে স্বাগত জানান হয় এবং তাদের সরকার কর্তৃক তাদের প্রতি ভিন্ন আচরণ করা হবেনা এই মূলনীতি হচ্ছে আমরা কে তা প্রমাণেরর জন্য অপরিহার্য। জাতির প্রতিষ্ঠাকারীদের প্রচারিত বিধানকে অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে হবে।

আমরা অবশ্যই কখনো ভুলবোনা তাদেরকে যাদের আমরা করুণভাবে হারিয়েছে ৯/১১'তে, আর তাই আমরা সর্ব সময়ে তাদেরকে সম্মান জানাবো যারা সেই আক্রমণে সাড়া দিতে এগিয়ে এসেছিল – অগ্নিনির্বাপক দল যারা ধুমায় আচ্ছন্ন সিড়িগুলিতে দায়িত্ব পালন করেছিল তাদের থেকে শুরু ক'রে, আমাদের সেইসব সামরিক বাহিনী'র লোকেদের পর্যন্ত যারা আজ আফগানিস্তানে কাজ করছে।এবং আমাদের আরো স্মরণ করতে দিন যে আমরা কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি, এবং কিসের জন্য যুদ্ধ করছি সে কথা। আমাদের শত্রুরা কোন রকমের ধর্মীয় স্বাধীনতাকেই সম্মান করেনা। আল্-কায়দা'র উদ্দেশ্য ইসলাম নয়- এটা হচ্ছে ইসলামের অমার্জিত বিকৃতিকরণ। এরা কোন ধর্মীয় নেতা নয় – এরা সন্ত্রাসী যারা নির্দোষ পুরুষ এবং নারী আর শিশুদের হত্যা করে। প্রকৃতপক্ষে, আল্—কায়দা অন্য ধর্মের লোকদের চাইতে অনেক বেশি মুসলমানদের হত্যা করেছে – এবং সেইসব শিকারের তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সেইসব নিরপরাধ মুসলমানেরা যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে ৯/১১'তে।

অতএব, এরাই হচ্ছে তারা, যাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করছি। আর আমরা যে এই যুদ্ধে বিজয়ী হবোই তার কারণ শুধুই আমাদের অস্ত্রের শক্তি নয় – তা হবে আমাদের মূল্যবোধের শক্তির কারণে। গণতান্ত্রিক শক্তি, যা আমরা সমুন্নত রাখি। স্বাধীনতা যা আমরা লালন করি। আইন, যা আমরা প্রয়োগ করি জাতি, বা ধর্ম, বা সম্পদ, বা মর্যাদা ব্যাতিরেকেই। যারা আমাদের থেকে ভিন্ন তাদের প্রতি শুধুই সহনশীলতা দেখানো নয় বরং সম্মান প্রদর্শন করায় – এবং সেই জীবন পন্থা, যা মার্কিনী বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি, যা যারা আমাদের সেপ্টেম্বরের সকালে আক্রমন করেছিল, এবং যারা আজও আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে তাদের নাস্তিবাদের সম্পুর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার অভিষেক ভাষণে, আমি বলেছিলাম যে উত্তরাধিকারসুত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন পরিচয়ের সমাজের এই অসমান অংশগুলো আমাদের শক্তি, দুর্বলতা নয়। আমরা একটি জাতি যেখানে খ্রীষ্টান এবং মুসলমান আছে, ইহুদী -এবং হিন্দু আছে-এবং যারা কিছুই বিশ্বাস করে না তারাও আছে। আমরা এই পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা, প্রতিটি ভাষা এবং সংস্কৃতির আকার দিয়ে গড়া। এই বিভিন্নতা জটিল বিতর্ক নিয়ে আসতে পারে। আমাদের সময়ে এটা কোন অনন্য বিষয় নয়। অতীত যুগগুলি দেখেছে ক্যাথলিক গির্জা বা ইহুদী উপাসনালয় নির্মানের সময়কার বিতর্ক। কিন্তু বার বার, মার্কিন জনগন এটাই দেখিয়েছে যে এই সমস্যার ভিতর দিয়েও আমরা কাজ করে এগিয়ে যেতে পারি, এবং আমাদের মূল মূল্যবোধগুলির প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকতে পারি, এবং সেটার জন্য আরও শক্তিশালী হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারি। অতএব, সেরকমটাই হবে – আর তা হতেই হবে – আজকে।

আর তাই আজ রাতে, আমাদেরকে এটাই মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে রমজান হচ্ছে বিশাল বৈচিত্র্য রুপে পরিচিত বিশ্বাসের একটি উদ্যাপন। আর রমজান আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে ইসলাম সবসময়েই আমেরিকার অংশ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম মুসলমান রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছিলেন তিউনিশিয়া থেকে, তাকে আপ্যায়ন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জেফারসন, যিনি তার অতিথির জন্য একটি সান্ধ্যকালিন ভোজের আয়োজন করেছিলেন, কারন সেটা ছিল রমজানের সময়- জানা মতে সেটাই ছিল ২০০ বছরেরও পূর্বে হোয়াইট হাউজে আয়োজিত প্রথম ইফতার। (করতালি)

অন্য আরও অনেক অভিবাসীদের মত, ভবিষ্যৎকে মজবুত করার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুসলমানরা এখানে এসেছে। তারা ছিল কৃষক, ব্যবসায়ী, কল-কারখানার শ্রমিক। তারা সাহায্য করেছিল রেল লাইন বিছানোর কাজে। তারা সাহায্য করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে। ১৮৯০'তে নিউ ইয়র্ক শহরে তারা প্রথম ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম

মসজিদ বানিয়েছিল নর্থ ডাকোটা'র তৃণভুমিতে। এবং সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব চাইতে প্রাচীনতম টিকে থাকা মসজিদ – যা আজও ব্যবহৃত হয়ে আসছে – সেটা হচ্ছে আইওয়া'র সিডার র‍্যাপিড্‌স্‌'এ।

আজ আমাদের জাতি লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের দ্বারা শক্তিশালী হয়েছে। তারা আজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন রাখছে। আমেরিকার মুসলমান সম্প্রদায়- পঞ্চাশটি রাজ্যের মস্‌জিদগুলোসহ - তাদের প্রতিবেশী এলাকাগুলোতে সেবার কাজে নিয়জিত। মুসলমান আমেরিকানরা আমাদের সম্প্রদায়গুলিকে রক্ষা ক'রে চলেছে পুলিশ অফিসার, অগ্নিনির্বাপক কর্মী এবং বিপদে প্রথম সাড়াদানকারী হিসাবে। মুসলমান আমেরিকান ধর্ম যাজকরা সন্ত্রাসের এবং চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন, এবং দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করছেন যে ইসলাম শিক্ষা দেয় মানুষের জীবন রক্ষা করতে, ছিনিয়ে নিতে নয়। আর মুসলমান আমেরিকানরা আমাদের সামরিক বাহিনীতে গৌরবের সাথে কাজ করছে। আগামী সপ্তাহে'র পেন্টাগনে আয়োজিত ইফতারে, তিনজন সৈনিকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে যারা ইরাকে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং এখন যারা আর্লিংটন জাতীয় গোরস্থানে অন্যান্য বীরদের সাথে শায়িত আছেন।

এই মুসলমান আমেরিকানরা আত্মদান করেছেন নিরাপত্তার জন্য যার উপর আমরা নির্ভর করি, এবং সেই স্বাধীনতার জন্য যা আমরা লালন করি। তারা আজ আমেরিকার নিরবচ্ছিন্ন ধারার অংশ যা কিনা আমাদের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রসারিত; সকল বিশ্বাসে বিশ্বাসী মার্কিনীরা যারা সেবাদান ও আত্মোৎসর্গ করেছে আমেরিকার অঙ্গীকারকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রসারিত করতে এবং এটা সুনিশ্চিত করতে যে আমেরিকার যা অনন্য তা সুরক্ষিত থাকবে – আমাদের মূল্যবোধের মর্মবস্তুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার আমাদের অঙ্গীকার, এবং আমাদের সক্ষমতা ধীরে তবে নিশ্চিতভাবেই আমাদের রষ্ট্রের মিলনকে নিখুঁত ক'রে তুলবে।

সব শেষে, আমরা থাকবো ''স্রষ্টার কৃপায়, অবিভাজ্য, এক জাতি'' হিসেবে। এবং আমরা শুধু অর্জন করতে পারি "সবার জন্য স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচার" ইসলাম সহ - সব ধর্মের মূলে যে একই অনুশাসন আছে যদি তাকে মেনে চলি - যে আমরা অন্যের উপর তাই করব, যা আমরা তাদেরকে আমাদের উপর করতে দিব।

অতএব এখানে আসার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।আমি আশা করি এই রমজান আপনাদের জন্য বরকতময় হবে। এবং তার সাথে সাথে আসুন এবার আমরা আহার করি।

সন্ধ্যা ৮:৪৭ পূর্বাঞ্চলীয় সময়

রমজান; ইফতার; বারাক ওবামা; মুসলমান আমেরিকান; ইসলাম

"রমজান হচ্ছে বিশাল বৈচিত্র্য রুপে পরিচিত বিশ্বাসের একটি উদ্‌যাপন। আর রমজান আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে ইসলাম সবসময়েই আমেরিকার অংশ ছিল,'' প্রেসিডেন্ট ওবামা একথা বলেছেন ১৩ই আগষ্ট হোয়াইট হাউসে প্রদত্ত ইফতার ভোজে।